আলমডাঙ্গায় দুটি প্রতিষ্ঠানে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে পৌর এলাকার আলিফ উদ্দিন মোড়ে মেসার্স আলতায়েবা স্টোর ও মেসার্স জামিল স্টোরে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য দ্রব্যসহ নকল মালামাল বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে আজ শনিবার চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে আলিফ উদ্দিন মোড়ের মেসার্স আলতায়েবা স্টোরে বিদেশী নকল সিগারেট ও মেয়াদোত্তীর্ণ শিশুখাদ্য পাওয়া গেলে স্টোর মালিক হায়দার আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৫ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সময় মেসার্স জামিল স্টোরের মালিক সালাউদ্দিনের প্রতিষ্ঠানে মেয়াদোত্তীর্ণ কেক ও কসমেটিকস থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৭ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে নকল সিগারেট ও অন্যান্য মালামাল ধ্বংস করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ অভিযানের সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল।

মেহেরপুরে তরমুজ ও আনারসের

দোকানে ভোক্তা অধিকারের অভিযান

মেহেরপুরে তরমুজ ও আনারসের বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেছে।

বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) দুপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার,পুরাতন বাস স্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন অস্থায়ী দোকান ও আরতে অভিযান পরিচালনা করে তরমুজ অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি না করতে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।

এসময় মেহেরপুর পুলিশের লাইনের একটি টিম উপস্থিত থেকে অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

জীবননগরে তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে জরিমানা,একটি বন্ধ

জীবননগরে নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনার দায়ে ভোক্তা অধিকার আইনে তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিককে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

এ দিকে লাইফ কেয়ার থেরাপী এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জীবননগর পৌর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।

ভোক্তা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যলয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, জীবননগর উপজেলা শহরে নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করছেন। নানা অনিয়ম প্রমানিত হওয়ায় জীবননগর হাসপাতাল এলাকার অংকন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত।

নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করায় অংকন ডায়াগনস্টিক এন্ড মেডিকেল সেন্টারের মালিক মো: আসাদুজ্জামান রিপনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ও ৫৩ ধারায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় একই অপরাধে আল হেরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেয়াদ উত্তীর্ণ টেস্ট কিট ও অন্যান্য মেডিসিন পাওয়া যায়।

ল্যাবের ফ্রিজে কাচা মাংশ রাখা, বিভিন্ন টেস্টের জন্য নির্ধারিত টেকনিশিয়ান ব্যাতিত টেস্ট করার প্রমাণ পাওয়ায় ।মেসার্স আল হেরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক মো: নুরুল আমিনকে ৩০হাজার টাকা এবং মেসার্স লাইফ কেয়ার ডক্টর’স চেম্বার এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অনুমোদন ব্যতীত ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করা ও সেবার মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৪৫ ধারায় মেসার্স লাইফ কেয়ার ডক্টর’স চেম্বারের মালিক মো: রোকিনুজ্জামান তাছিরকে ১০হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়। এবং এক সপ্তাহের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, ভোক্তা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যলয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ,জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মোস্তাফিজুর রহামন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আনিছুর রহমানসহ জীবননগর থানার এস আই সৈকতের নেতৃত্বে জীবননগর থানা পুলিশের একটি টিম ।

দামুড়হুদায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুটি বেকারিতে জরিমানা

অস্বাস্যকর পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় দামুড়হুদার মদনায় দুটি বেকারিতে জরিমানা আদায় করেছেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ।

আজ রবিবার দুপুর দুইটার দিকে দামুড়হুদার পারকষ্ণপুর-মদনা

ইউনিয়নের মদনা বাজারের জনতা ও ভাই ভাই বেকারিতে অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন কর্মকর্তারা। দুটি বেকারিতেই অস্বাস্যকর পরিবেশ ও প্রয়াজনীয় কাগজপত্র না থাকার অপরাধে জরিমানা আদায় করা হয়।

দামুড়হুদা উপজলা সনটারি ইন্সেপেক্টর আনিসুর রহমান জানান, মদনা বাজারের জনতা বেকারিতে ৬ হাজার ও ভাই ভাই বেকারিতে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সেই সাথে সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে পরিস্কার পরিছন্ন পরিবেশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রয়াজনীয় কাগজপত্র করে নেওয়ার জন্য। অন্যথায় পরবর্তিতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার এএসআই মারুফুল ইসলাম সহ সঙ্গীয় ফোর্স।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জরিমানা

মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এক অভিযানে সদর উপজেলার কাথুলি রোড এলাকায় দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিককে মোট ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বুধবার (১১ অক্টোবর) জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিমের সহায়তায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে মুদি দোকান ও মশলা, চাউলের আড়তসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। মেসার্স আল মামুন স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে মশলাসহ অন্যান্য পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ

না করা ও পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং মেসার্স বেল্টু চাউল ভান্ডারে পুর্বে সতর্ক করা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার চাউলের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও ক্রয়- বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিককে ৩৮ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় সবাইকে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

এসময় উপস্থিত ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে এবিষয়ে সতর্ক করা হয় ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ভাই ভাই ফুচকা হাউজে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সজল আহমেদ এর নেতৃত্ব এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে চুয়াডাঙ্গা ভাই ভাই ফুচকা হাউজে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি, বাসি খাবার খাওয়ানো ও স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করাসহ নানা অপরাধে শহরের ভাই ভাই ফুচকা হাউজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের কবরী রোডে অবস্থিত ওই প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়।

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, পূর্বে সতর্ক করা সত্বেও ভাই ভাই ফুচকা হাউজ কর্তৃপক্ষ অস্বাস্থ্যকরভাবে বিভিন্ন খাবার তৈরি, একই ফ্রিজের কাচা মাংসের সাথে প্রস্তুতকৃত খাবার সংরক্ষণ, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ব্যবহার, আগের বাসি খাবার ফ্রিজে

সংরক্ষণ করে পুনরায় খাওয়ানো, আগের দিনের পোড়াতেল ব্যবহার, উৎপাদন ও মেয়াদ তারিখবিহীন বিভিন্ন খাবার সংরক্ষণ, রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানাসহ বিভিন্ন অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক ওহিদুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় বাসি খাবার ও পোড়াতেল নষ্ট করা হয়।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পরিচালিত এক অভিযানে ২টি প্রতিষ্ঠানের মালিকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা করা সহ জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নকল কসমেটিকস পণ্য জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়েছে।

বুধবার (৪ অক্টোবর) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর উপজেলার আমঝুপি ও চাঁদবিলে কসমেটিকসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে অভিযান পরিচালিত হয়।

জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিমের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

এসময় আমঝুপি বাজারে মেসার্স হালিমা স্টোর নামক একটি কসমেটিকসের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ কসমেটিকস সহ আমদানিকারকের স্টিকার বিহীন অবৈধ কসমেটিকস পাওয়া যায়। পুর্বে সতর্ক করার পরও মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অবৈধ কসমেটিকস বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শিহাব উদ্দিনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এবং অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভাই ভাই কসমেটিকসকে শিশুদের নকল জনসন এন্ড জনসন তেল এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অবৈধ কসমেটিকস বিক্রয়ের অপরাধে মালিক আহসান হাবিবকে ৪১ ও ৫১ ধারায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নকল ভেজাল কসমেটিকস পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং সবাইকে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা সহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান; দুটি হোটেলে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। সোমবার দুপুরের পৌর এলাকার হাউসপুর দুটি হেটেলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরী ও বিক্রির

অভিযোগে ওই দুটি হোটেলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গার ভোক্তা অধকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গার হাউসপুরে দুটি হোটেলে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নোংরা ও অন্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরী ও বিক্রির অভিযোগে ২০০৯এর ৩৮/৪৩ ধারায মেসার্স মন্ডল মিষ্টান্ন ভান্ডারে ৫ হাজার ও মেসার্স মহুয়া মিষ্টান্ন ভান্ডারে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ অভিযানের সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার এসআই মেজবাসহ একদল পুলিশ ফোর্স।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় বিভিন্ন অপরাধে ৩ প্রতিষ্ঠানকে ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে খাদেমপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার বেকারি ও মুদি দোকানে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

জরিমানাকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের মুদি ব্যবসায়ী মেসার্স ইসমাইল স্টোর থেকে ফ্রিজ ও র্যাক থেকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পানীয়, বিস্কুট, শিশুখাদ্য ও অন্যান্য পণ্য জব্দ করা হয়। এছাড়া মেয়াদ মুল্য বিহীন পণ্য ও নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রয়, পণ্যের মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে দোকান মালিক ইসমাইলকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়াও, খাদেমপুর বটতলা এলাকার মেসার্স ফারুক স্টোরের মালিক মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও মেয়াদ বিহীন পণ্য সংরক্ষণ

করে বিক্রয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে মো: ফারুক হোসেনকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরবর্তীতে, শিয়ালমারি গ্রামে মেসার্স রহমত ফুড বেকারিতে অস্বাস্থ্যকরভাবে বেকারি পণ্য তৈরির অপরাধে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

দামুড়হুদায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অবহিতকরণ বিষয়ক আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বেলা ৪ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলীসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।